গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির সপ্তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি: মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইয়া
তারিখ: ০৫ মার্চ ২০১৩
সময়: বিকাল ৩.০০ ঘটিকা
স্থান: মন্ত্রিপরিষদ কক্ষ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

সভায় উপস্থিত সদস্যদের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি জানান যে, মন্ত্রিসভা বৈঠকের ১০-০৯-২০১২ তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী United Nations Development Programs (UNDP)-এর অর্থায়নে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (National Social Protection Strategy) প্রণয়নের দায়িত্ব পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)কে প্রদান করা হয়েছে। সে মোতাবেক জিইডি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের খসড়া প্রস্তুত করেছে। অতঃপর সভাপতি, সদস্য জিইডি ড. শামসুল আলমকে NSPS-এর হালনাগাদ খসড়া সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

২। ড. শামসুল আলম সভাকে অবহিত করেন যে, বিভিন্ন কনসেপ্ট পেপার, একাধিক ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি এবং স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের পরামর্শ সভার মাধ্যমে NSPS-এর তৃতীয় খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। খসড়ার ওপর সুনির্দিষ্ট ও গঠনমূলক মতামত/মন্তব্য/সুপারিশ প্রদানের জন্য তিনি মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে ধন্যবাদ জানান। দ্বিতীয় খসড়ার ওপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রাপ্ত মতামতের প্রতিফলন করে সর্বশেষ খসড়াটি প্রস্তুত করা হয়েছে, যা এ সভার কার্যপত্র হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলের প্রস্তাবিত খসড়ায় দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগকে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সুবিধাভোগী হিসাবে বিবেচনা করা হয়নি বরং দারিদ্র্যসীমার কাছাকাছি অবস্থানকারী ও ঝুঁকিপূর্ণ জনসংখ্যাকে যোগ্য হিসাবে বিবেচনা করার জন্য এ অংশকে গ্রহণ করা হয়েছে। যোগ্যদের মধ্য হতে জীবনচক্র পদ্ধতির পাঁচটি আমব্রেলা কর্মসূচিতে Proxy Means Test (PMT)-এর মাধ্যমে প্রকৃত সুবিধাভোগী বেছে নেওয়া হবে। এতে দেখা যায় যে, ২০১৭-১৮ সালে ৩ কোটি ৫৭ লক্ষ জন ব্যক্তি বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা প্রাপ্ত হবেন, যা উক্ত সময়ে দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২২ ভাগ।

৩। সামাজিক নিরাপত্তা-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মসূচির জন্য প্রস্তাবিত মাসিক ভাতা ৮০০ টাকা নির্ধারণের বিষয়ে তিনি জানান যে, বিদ্যমান ভাতার হারকে মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সমন্বয় এবং বিভিন্ন দেশে প্রদত্ত ভাতাকে তাদের মাথাপিছু জিডিপির অনুপাতে রূপান্তর করে এ সংখ্যার প্রাক্কলন করা হয়েছে। চূড়ান্ত অনুমোদনের সময় সরকার এটিকে কম-বেশি করতে পারে। তবে তিনি উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন কর্মসূচির জন্য মাসিক ৮০০ (আটশত) টাকা হারে ভাতা প্রস্তাব করেও যে ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে তা জিডিপির ২.৩ থেকে ২.৭ শতাংশের মধ্যে থাকবে। এতে বাজেটের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ার সম্ভাবনা নেই। বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির জন্য গড়ে জিডিপি'র ২.২ শতাংশ ব্যয় করা হয় । তিনি জানান যে, আমাদের দেশীয় বাস্তবতায় কৌশলটি প্রণীত হয়েছে এবং খসড়াটি প্রণয়নের সুবিধার্থে ১০টি ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি সম্পাদন করা হয়েছে। এ ছাড়াও, উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাগণের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর থেকে লব্ধ জ্ঞান হতে উপস্থাপিত কতিপয় সুপারিশ খসড়ায় প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। জিইডি'র সদস্য আরও জানান যে, কৌশলপত্রের খসড়ার ওপর গত ১৬ ফেব্রুয়ারি একটি উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ খসড়াটি রুয়ান্ডার সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের অনুকরণে প্রণীত হয়েছে মর্মে একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত মন্তব্যের বিষয়ে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি দাবি করেন যে, বিবেচ্য কৌশলপত্র দীর্ঘ সময়ের গবেষণার ফসল, এটি কোন দেশের সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক নীতি বা কৌশলের অনুকরণ নয়।

৫। কৌশলপত্রটির ওপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রদত্ত মতামত ও সংশোধন-প্রস্তাবসমূহ এ খসড়ায় বিবেচনা করা হয়েছে। যে সকল মতামত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি সেগুলি সম্পর্কে তিনি সভায় ব্যাখ্যা প্রদান করেন। অতঃপর সভায় জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় মত প্রকাশ করা হয় যে, কৌশলপত্রে বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দিয়ে জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে সরকারের বাধ্যবাধকতা রয়েছে মর্মে যে মন্তব্য করা হয়েছে, তা সঠিক নয়। বিষয়টি যথাযথভাবে যাচাই করা প্রয়োজন মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

৬। সামাজিক উন্নয়ন মন্ত্রণালয় নামে একটি নতুন মন্ত্রণালয় গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাব বাস্তবায়ন ব্যয়সাপেক্ষ হবে মর্মে সভায় অধিকাংশ সদস্য মতামত ব্যক্ত করেন। সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ জানান যে, প্রকৃতপক্ষে এরূপ মন্ত্রণালয় নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে না; বরং বর্তমানে বিদ্যমান সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন ও অতিরিক্ত কিছু কার্যাবলি ন্যস্ত করে এ মন্ত্রণালয় গঠন হবে। সভায় এ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, 'সামাজিক উন্নয়ন'-এর ধারণাটি ব্যাপক অর্থ বহন করে; শিক্ষা ও স্বাস্থ্যও এর অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক নিরাপত্তা ক্যাডার সম্পর্কে ভিন্নমত প্রকাশ করা হলে সভায় বলা হয় যে, প্রকৃতপক্ষে কৌশলপত্রে উল্লিখিত ক্যাডার বলতে বিসিএস ক্যাডার বোঝানো হয়নি। বরং বর্তমানে কর্মরত জনবলকে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একটি বিশেষ কর্মীবাহিনীতে রূপান্তরের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৭। কৌশলপত্রে বয়স্ক জনগণের কল্যাণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশে বয়ঃবৃদ্ধ জনসংখ্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই কম। তবে, গড় আয়ু বিবেচনায় এ সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে বিধায় আগে থেকেই পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সে কারণে এ কৌশলপত্রে বিষয়টি অধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

৮। জিডিপি অনুপাতে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয় বরাদ্দের শতকরা হার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন মর্মে খসড়ায় প্রস্তাব করা হয়েছে। শতকরা হারে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হলে অবশ্যই অন্য কোন খাত থেকে শতকরা বরাদ্দ হ্রাস করা প্রয়োজন হবে, যা বাস্তবসম্মত হবে কিনা তা ভেবে দেখা দরকার মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। তাছাড়া অন্যান্য খাত যেমন: শিক্ষা, কৃষি ইত্যাদি খাতে ব্যয় বৃদ্ধি অর্থনীতির জন্য অধিক উৎপাদনশীল মর্মেও সভায় মত প্রকাশ করা হয়। পণ্য ও খাদ্যনির্ভর সহায়তা ও নগদ সহায়তার তুলনামূলক সুবিধার বিষয়গুলিও আরও গভীরভাবে পর্যালোচনা করতে হবে।

৯। মাঠ পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সমন্বয়ের বিষয়ে এ খসড়া কৌশলপত্রে পর্যাপ্ত দিক্‌নির্দেশনা নেই মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের বিদ্যমান বাস্তবতায় বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। কৌশলপত্রে এ সকল প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও সমন্বয়কের দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয় হবে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। তা ছাড়া, কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, আইএমইডি এবং জিইডি'র দায়িত্বাবলিও সুনির্দিষ্টভাবে এ কৌশলপত্রে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় প্রকল্পের বাস্তবায়ন-অগ্রগতির তদারকি, আইএমইডি সার্বিকভাবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, জিইডি প্রকল্পের ফলাফল মূল্যায়ন এবং কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় ও সঙ্কট নিরসনের দায়িত্ব পালন করতে পারে।

১০। সিদ্ধান্তঃ

সভায় আলোচনান্তে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

১০.১ ০৬-০৩-২০১৪ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে খসড়া কৌশলের ওপর লিখিত মতামত দিবে;

১০.২ সভায় আলোচিত সম্মত বিষয়সমূহের ওপর ভিত্তি করে খসড়াটি পুনর্গঠন করতে হবে;

১০.৩ সোশাল সেফটি, সোশাল সিকিউরিটি, সোসাল প্রটেকশন ইত্যাদি বিষয়ে পরিস্কার ধারণা দেওয়ার জন্য কৌশলপত্রে একটি গ্লোসারি সংযুক্ত করা হবে;

১০.৪ কৌশলপত্রটি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে অনুমোদনযোগ্য; তবে যেহেতু মন্ত্রিসভার নির্দেশনা অনুযায়ী এ কৌশলপত্র প্রণীত হয়েছে, সেহেতু এটি অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে। পরবর্তী সময়ে আলোচনাক্রমে এ বিষয়টি নির্ধারণ করা হবে;

১০.৫ পণ্য ও খাদ্যনির্ভর সহায়তার পরিবর্তে নগদ সহায়তা, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন, ভাতার পরিমাণ নির্ধারণ, জিডিপি'র অনুপাতে ব্যয় প্রাক্কলণ ইত্যাদি বিষয়ে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য উচ্চতর পর্যায়ের নির্দেশনা গ্রহণ করা হবে;

১০.৬ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হবে। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় তাদের নিজস্ব কর্মসূচির পরিবীক্ষণ করবে যার ফোকাস হবে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের দায়িত্ব হবে সার্বিকভাবে প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা। অপরদিকে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের দায়িত্ব হবে নির্দিষ্ট কিছু সূচকের বিপরীতে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের একটি রেজাল্ট ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত করে সে আলোকে সামষ্টিকভাবে এর মূল্যায়ন করা;

১০.৭ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজের সমন্বয় এবং উদ্ভূত সঙ্কট নিরসন কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির দায়িত্ব। কৌশলপত্রে এ কমিটির ভূমিকা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে কাজের কোন দ্বৈততা সৃষ্টি হলে তা কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির নিকট উপস্থাপিত হবে;

১০.৮ পুনর্গঠিত খসড়াটি কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির উপ-কমিটির সভায় পুনরায় উপস্থাপন করা হবে।

১১। আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত করেন।

২৬/২/২০১৪

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইয়া)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
ও
সভাপতি
সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী
কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি